R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিবাহ ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। জল ও বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে।
অনুসন্ধান করুন—
**মঙ্গলদীপ**
প্রযত্নে—রকমারী
( ফাঁসিতলা )
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
**দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন**
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল।
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

## ভাগীরথীতে সেতু ও গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের দাবী নিয়ে সিপিএমের জোনাল সম্মেলন শেষ হলো

সৌমিত্র সিংহ রায়, জঙ্গিপুর ঃ সি পি এমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির চতুর্থ সম্মেলন হয়ে গেল ৩১ ডিসেম্বর—১ জানুয়ারী, জঙ্গিপুর হাই স্কুলে ( আল্লারাখা নগরে )। সম্মেলন উপলক্ষ্যে শহর লাল পতাকা এবং বড় বড় তোরণে সেজেছিল। জঙ্গিপুর কলেজে প্রতিনিধিদের আলোচনা সভা হয়। সভায় জঙ্গিপুর মহকুমা জোনাল কমিটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে পূর্ব নির্বাচিত সম্পাদক বিধায়ক তোয়াব আলিকে ধুলিয়ান জোনাল কমিটির দায়িত্বে রাখা হয়। জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পান মহকুমার অন্যতম নেতা এবং জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। জঙ্গিপুর মহকুমার দক্ষ সংগঠক হিসেবে মৃগাঙ্কবাবু পরিচিত। সম্মেলনের শুরুতে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রমিক নেতা তুষার দে। সুদৃশ্য সম্মেলন স্থলের শহীদবেদীতে নেতারা মালা দেন, বাজি পুড়ানো হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে স্থানীয় পি ডব্লু ডি ময়দানে ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দেন শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুর রহমান, যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি মইনুল হাসান, বিধায়ক তোয়াব আলি, শ্রমিক নেতা তুষার দে এবং মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুর রহমান স্পষ্ট ভাষায় বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেন এবং তার জন্যে যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার দায়ী, সেটা বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, জিনিসের দাম বাড়লে ডি-এ বাড়ে। কিন্তু, ডোমকলের লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে—সারের, কীটনাশক ওষুধের, বীজের দাম বাড়লে পাটের দাম বাড়ে না কেন? আপনারা মন্ত্রী, নেতারা তো খুব সুখে আছেন। মধ্যবিত্ত, গরীব মানুষের কথা ভেবে দেখেছেন? জঙ্গিপুর হাসপাতালে কুকুর, মানুষ এক বিছানায় শুয়ে আছে, ডাক্তার আছে তো ওষুধ নেই। ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## বি এস এফের পৌনে তিন কোটি টাকার চোরাই কৃষ্ণমূর্তি উদ্ধার

অরঙ্গাবাদ ঃ নিমতিতার শোভাপুরের কাছে বি এস এফ পদ্মায় নৌকা থেকে একটি দুর্মূল্য 'কৃষ্ণমূর্তি' উদ্ধার করে। মূর্তিটি কষ্টি পাথরের তৈরী। এর আনুমানিক দাম পৌনে তিন কোটি টাকা। ৪ ফুট উঁচু, ১৭৭ কিলোগ্রাম ওজনের 'মা যশোদার কোলে কৃষ্ণ' কষ্টি পাথরের মূর্তিটি বাংলাদেশের মন্দির থেকে চুরি করে বিদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। বি এস এফ সূত্রে খবর, ঐ মূর্তিটির সাথে গণেশ, হনুমান, শিব, গরুড়, যমরাজ ও শেষনাগের মূর্তিও আছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় বাংলাদেশের নওগাঁও এর শান্তাহারের একটি মন্দির থেকে এটি চুরি হয়। ভারতে ঢোকার সময় বি এস এফ এর টহলরত নৌকাকে দেখে পাচারকারীরা তাদের নৌকা ঘুরিয়ে পালাতে থাকে। সন্দেহ হওয়ায় বি এস এফ জওয়ানরা তাড়া করে নৌকাটি ধরে ফেলে। জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের ধারণা, গ্রামগুলিতে অপরিচিত এবং সন্দেহজনক লোকজন, গাড়ীর চলাফেরা আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের ঘাঁটি গড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

## টাকা তছরূপের দায়ে কংগ্রেস পঞ্চায়েত প্রধান

সাগরদীঘি : এই থানার বোখারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কংগ্রেস দলের কাদের সেখ চল্লিশ হাজার টাকা তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন বলে খবর। প্রকাশ পঞ্চায়েতের টাকা হিসাব নিকাশ করার সময় ঐ টাকার গড়মিল ধরা পড়ে। তিনি এই গড়মিলের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে পারেননি বলে জানা যায়। খবর পেয়ে জঙ্গিপুরের এস ডি পিও পঞ্চায়েত অফিসে এলে প্রধান গা ঢাকা দেন। উল্লেখ্য, প্রধান কাদের সেখ একজন প্রাথমিক শিক্ষক। এই টাকা আত্মসাতের সঙ্গে সাগরদীঘির বিডিও এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা যুক্ত আছেন বলে জন অভিযোগ উঠেছে।

## রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেসের পথ অবরোধ

জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর হতে লালগোলা পূর্ত-দপ্তরের রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেস কর্মীরা পথ অবরোধ করে জোতকমল-পিয়ারাপুর ব্যাঙ্ক মোড়ে, ৩০ ডিসেম্বর। মহকুমা শাসক এস, পি, ঘোষ এবং মহকুমা পুলিশ অফিসার দিলীপ (শেষ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

## জাতীয় জলবিভাজিকা প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা জেলার মধ্যে প্রথম ভারত সরকারের জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করলেন। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের আহ্বানে ২৮ ৩০ ডিসেম্বর বালিয়া হাই স্কুলে গোপাল ১৫, মিত্র কৃষাণ ২০, মহিলা মিত্র কৃষাণ ১৫ জনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। জেলা পরিষদের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল

## স্বাগত নববর্ষ

একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্য রাত্রির শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা-বাদ্য নিনাদিত হইয়া নববরষের আগমনকে স্বাগত জানান হইল। ইংরাজী নববর্ষ যদিও এই দেশে বিদেশী, তথাপি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের দীর্ঘদিনের। দেশীয় নূতন বর্ষের তুলনায় বরং ইংরাজী নববর্ষের সহিত আমাদের জীবনযাত্রা অধিকতর জড়িত। শিক্ষা, আর্থিক, বাণিজ্যিক, এমন কি সমাজের অভিজাতস্তরের সাংস্কৃতিক সংযোগও দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় নববর্ষের সহিত আমাদের বেশী। সেই কারণেই ইংরাজী নববর্ষকে স্বাগত জানাইতে ঘরে ঘরে উৎসবেব আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষাগমনকে আহ্বান করিতে যাইয়া আমরা বিগত বৎসরের ঘটনাবলী স্মরণ করি। বিগত বর্ষ আমাদেরকে যেমন দিয়াছে ভাল অনেক কিছুই, তেমনই দুঃখ দুর্দশার আঘাতও হানিয়াছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা যাহা বিগত বৎসরে ভারতের জনজীবনকে প্রচণ্ডভাবে একরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহা হইতেছে সুরাটের প্লেগ মহামারী। কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র নগরী শ্মশানের অবস্থা ধারণ করিল। প্রাণ রক্ষার তাগিদে মৃত্যুভয়াক্রান্ত মানুষ সুরাট ত্যাগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পলায়ন করিল। তাহাতেও নিষ্কৃতি মিলিল না। তাহারা যেখানেই যায়, সেখানকার মানুষ তাহাদের অচ্ছুত করিয়া রাখে। নিজ আত্মীয় গৃহেও তাহাদের স্থান মিলে না। আতঙ্ক এমনই রূপ ধারণ করিল যে ভারতবর্ষকে বিশ্বের বহু দেশ এক ঘরে করিয়া দিল। ভারতের যে কোন যান, ব্যবসায়িক পণ্য বহুদেশে নিষিদ্ধ হইল। ভারতের ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষতি এমন দাঁড়াইল যে জাতীয় সঙ্কট বিকটরূপে আত্ম-প্রকাশিত হইল। শেষ পর্যন্ত সরকারের সংযত ও ব্যাপক প্রচেষ্টায় সেই অবস্থা হইতে দেশ মুক্তি পাইল। বিগত বৎসরের শেষ প্রান্তে কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি আর এক দুর্ঘটনা বলা চলে। যাহার প্রচণ্ড আঘাতে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের যায় যায় অবস্থা। মন্ত্রী-সভা হইতে চারিজন জবরদস্ত মন্ত্রী এবং কেন্দ্রের দ্বিতীয় স্তম্ভস্বরূপ মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী অর্জুন সিংহ পদত্যাগ করিলেন। নরসিংহ রাওয়ের শাসন তরণী টলমল করিয়া উঠিল।

বিগত বৎসরের এই সব দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া আমরা নূতন বৎসরকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করি—আমাদের ভাগ্য তোমার শুভ করস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দূর হউক দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। আসুক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। দূর হউক এই দেশ হইতে ধর্মান্ধতার কালিমা। জাতপাত বর্ণ সম্বন্ধীয় ছুৎমার্গ। মানুষের মনে জাগ্রত হউক শুভবোধ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। আমরা যেন উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারি সেই পরম পবিত্র চিন্তাধারায় —

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।'

## প্রাণের উৎসব—পৌষ পার্বন

**কল্যাণকুমার পাল**

হেমন্তের নরম হলুদ রোদ্দুর গায়ে মেখে পাকা ফসল যখন ঘরে উঠে বাঙ্গালীর তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না। নূতন ধানের গন্ধে চারদিক মো মো করে উঠে। কবি তাই বলে ওঠেন—'নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হল মাৎ।' তাই 'অঘ্রানের সওগাত' জমে উঠতে না উঠতেই ধনধান্যে-পুষ্পেভরা আমাদের এই বাংলাদেশে পার্বনের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। পৌষ মাসে পৌষ-পার্বন তাদেরই একটি অন্যতম পার্বন তথা লোক উৎসব।

পৌষ মাস মানেই খুশীর দিন, মুঠো মুঠো আপা আর রঙ্গীন স্বপ্নের ঝলমলে দিন। শীতের গাঢ় কুয়াশা কেটে সত্যি সত্যিই এক নূতন দিন আনে পৌষ মাস। চাষী গৃহস্থ থেকে শুরু করে কৃষি মজুর, রাখাল বালক এমন কি ভিখারীর মুখেও এই সময়ে মুক্তোর মতো হাসি ফোটে। কারণ তখন কিছুদিনের জন্য সংসার চালানোর ভাবনা থাকে না—থাকে না অভাব অনটন। তখন গোলাভরা ধান বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করে। সকলেরই ঘরে কমবেশী ধান আসে—কেউ কেটে আনে আবার কেউ কুড়িয়ে আনে। ক্ষুধার জ্বালা এই সময় থাকে না বললেই চলে। তাই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে 'ঝলসানো রুটি'র কথা মনে আসে না। বরং তখন পূর্ণিমার চাঁদ মানুষের মনকে এক নূতন রোমান্টিক জগতে পৌঁছে দেয়। কবিগুরু কণ্ঠে বেজে উঠে সুর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয়/ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে/মরি হায় হায় হায়!'

নূতন ধান্যে নবান্ন শেষ হবার পরই আসে পৌষ পার্বনের পালা। পৌষ পার্বনের সময় গ্রাম-বাংলার ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলি নব আনন্দে ভরে উঠে। নবান্নের মতো পৌষ পার্বনও নূতন ফসলেরই উৎসব। পৌষ সংক্রান্তিতে প্রধানতঃ নূতন চালের পিঠে তৈরী করে দেবতাকে নিবেদন করা হয়। ঘরে ঘরে এই সময় মঙ্গলদীপ জ্বেলে লক্ষ্মী পূজার চলনও আছে বাঙ্গালীর ধারণা পৌষ সংক্রান্তির রাতে মা লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। তাই এই রাতে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা অর্চনা করে মাকে সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলে। তিনি চলে গেলে তাদের ঘর লক্ষ্মী শূন্য হবে অর্থাৎ ধনদৌলত শূন্য হবে। তাই শঙ্খ বাজিয়ে, রাত জেগে পৌষ-পার্বন পালন করার প্রথা চলে আসছে যুগে যুগে।

ভোরের আধ ফোটা আলোয় গ্রামের মানুষ পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত জেগে কাটায়। শঙ্খধ্বনির শব্দে গ্রামবাংলা মুখরিত হয়। ঢেকির তালে তালে শুরু হয় গ্রাম্য সঙ্গীত। এই গানগুলিতে মানুষ প্রাণ পায়—পায় বেঁচে থাকার আশ্বাস। তাই এই উদাস করা গ্রাম্য গানের সুরে সবাই ঘুম ছেড়ে কাজে লাগে। বর্তমান গ্রামীণ জীবনে ঢেঁকি অচল। তবু পিঠে পার্বনের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত হয়।

পৌষ সংক্রান্তির এই পার্বণে নানা ধরনের পিঠে তৈরী হয় যেমন—আশকে পিঠে, গোকুল পিঠে, ভাজা পিঠে, পুলি পিঠে, গুড় পিঠে, আঁদোসা, মুগমালাই, পাটিসাপটা, দুধ পিঠে, পায়েস প্রভৃতি। এছাড়াও বাঙ্গালীর ঘরে আরো কত রকমের কত স্বাদের যে পিঠে তৈরী হয় তার হিসেব রাখা বড় দায়। পিঠেগুলি শুধু দেখতে ভালো হলেই চলে না তা খেতেও ভালো হওয়া চাই। বাঙ্গালীর ঘরে এক সঙ্গে এত পিঠে অন্য কোন উৎসবে হয় না। ঘরে ঘরে পিঠে তৈরী করার ধুম পড়ে যায়। মা-বোনেদের মধ্যে কে কত রকমের এবং কত ভালো স্বাদের পিঠে তৈরী করতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলে এই রাতে। পিঠেগুলির গন্ধে বাড়ী ভরে যায়। তাই এই পৌষ-পার্বনকে পিঠে-পার্বনের উৎসব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শিশিরের টুপটাপ শব্দে পৌষের রাত যত গভীর হয় গ্রামের মানুষ ততই আনন্দ রসে মেতে উঠে। এমন কি বৃদ্ধা ঠাকুরমাও শীতের কাঁথা-মুড়ি ছেড়ে আদরের নাতি-নাতনিদের নিয়ে রস-রঙ্গে রাত পার করে দেন। দিনেরবেলায় মাঠের মধ্যে, নদীর ধারে কিংবা বনের মাঝে চলে বনভোজনের পালা এবং ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা। কোথাও আবার বসে গ্রাম্যমেলা। দুঃখী মানুষ এই আনন্দ-মেলায় যোগ দেয়। তাই মেলাগুলি মানুষের 'মিলন তীর্থ' হয়ে উঠে—সেখানে উঁচু-নীচু কোন ভেদাভেদ থাকে না, থাকে না মন্দির মসজিদের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

# ভিখারী আখ্যান

তাপস দাস

গায়ে গতরে খাটতে পারো না—ওসব ভিক্ষে-টিক্ষে হবে না। একদল মানুষের মিছিলকে হামেসাই এসব কথা শুনতে হয়। কিংবা শত ডাকেও গম্ভীর বাবুর সাড়া মেলে না। কিংবা বাবুর হাত থেকে ছুঁড়ে দেওয়া পাঁচ পয়সাটাকে আঁকড়ে ধরে জীবন বাঁচানো। পাঁচি-পাঁচি করে হয়ত দুটো খুদ। ওদের কথা ভাবার অবসর নেই কারো। ওরা ভিক্ষুক। ওদের একটাই জাতি—ভিখারী। ধর্মপ্রাণের মতো কৃপাভিখারী না। ক্ষমা ঘেন্না করে যেটুকু দেবে তাতেই—ভগবান তোমার ভালো করুন। ভগবানের প্রতি এরা কতখানি আস্থা রাখে তা ধর্তব্য নয়। রঘুনাথগঞ্জেও এদের দেখতে পাবে। আগে সংখ্যায় বেশী এখন কম। মনে করে দেখো—আগে কত বাড়ীর বারান্দাতে এদের মাথা গোঁজার আস্তানা ছিল। কিংবা ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ীর একটা কোণা। সেই কাকভোরে ঘুম থেকে ওঠা। নোংরায় কালো হয়ে যাওয়া ছেঁড়া কাঁথা কিংবা চটটাকে কোনো রকমে জড়িয়ে সরিয়ে একটা কোণায় ফেলে বেড়িয়ে পড়া। বাবুর মতো দাঁতে পেষ্ট লাগানোর বালাই নেই। ইচ্ছে হলে বড়জোর ছাই। বেডটি কিংবা গোটাকতক টবকা লুচির বালাই নেই। নির্ঝাট। হাতে ফুটো বাটি কিংবা থালা। এর পর সারাটা দিন টো—টো। দিন শেষে সেই দুটো খুদ। সঙ্গে বেশ কিছু গালাগালি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে—দয়ালু গৃহস্থের দেওয়া বড়জোর পান্তাভাত। ব্যাস। এই তো জীবন! না আছে বেড়াতে যাওয়ার ফুরসত। না আছে একগাল পান ভরে ভদ্র-সমাজে খোসগল্প করার ভাগ্য। আগে পাঁচ পয়সা—তিন পয়সা—দু'পয়সা খুচরো করে রাখতে হতো। দিনে চার-পাঁচটি পরিচিত মুখের দেখা তো মিলবেই। আজ খুচরো করার ব্যাপারটা বড় একটা দেখি না। থাকলেও খুব কম। বিশেষ করে রঘুনাথগঞ্জে। সংখ্যা কমেছে। প্রবাসী তুমি ঈর্ষা কোরো না। এই ছন্নছাড়া জীবনে মেলে না কিছুই। তাই কপালে আগুন দিয়ে অনেকে নেমে পড়েছে অন্য কাজে। কেউ কেউ পার্টটাইমার। দিনে ভিক্ষে রাতে দেহব্যবসা। কেউ কেউ পকেট-মার। কেউবা—রীতিমতো ন্যায্য খেটে রোজগার করি হে! এই পেশাকে একেবারে সেলাম জানিয়ে পেছনে তাকায়নি আর। আত্মসম্মানবোধ সমাজে একটু ভালোভাবে বাঁচতে হলে 'ভিখারী' নামক ষ্ট্যাম্পটাকে উপরে ফেলতে হবে। প্রয়োজন কর্ম। গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্ম না হোক সকাম কর্ম। ভালো কথা। অবশিষ্ট কিছু রয়ে গেছে! এদের গতি নেই। পুরোনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে—এই রকম বাসনা একদম নেই। বয়স নেই পরের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করবো। যৌবনও নেই যে মরদ ডেকে ঘরে ঢোকাবো। তবে? জীবনটাকে তো আর ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে পারিনে। তাই অগত্যা। আত্মসম্মানে লাগে বৈকি। —তবু। বাঁচতে হবে তো। মানুষের মতো না হোক—অমানুষের মতোই না হয় বাঁচি,—ভিখারীকে ঈশ্বরের ছদ্মবেশ বলে যাদের ধারণা—তাদের দয়ায়। কবে দেখবে না খেতে পেয়ে ফটাস করে মরে গেছি। সাতকুলে কেউ নেই। মরে গেলে একটু পোড়াবার ব্যবস্থা করে দিও বাবা ধনেরা। আহারে বুড়ী ভিখিরী! গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে। মরতে তো হবেই। —তা না হয় হলোরে বাছা—আমরা না হয় ন্যাংটা ভিখারী—নির্লজ্জের মতো চেয়েচিন্তে খাই—যে বাবুরা ভালো জামাকাপড় পরে চুপেচাপে নেয়—মোটা দাঁও—তাদের বেলা? তাদের বেলা দোষ নাই! বাবুদের মধ্যে অনেক ভিখারী আছে। এই আমার হক্ কথা। বড় সত্যি কথা! যত দোষ নন্দ ঘোষ। এরা তৃণমূল স্তরের মানুষ। তার উপর দুর্বল। উমুক-তমুকের ব্যাকিং-বুকিং কিংবা নামের পাশে লেজুর-টেজুরও নেই। তাই চোখে আঙুল দিয়ে বলতে সাহস পাও—ওরা ভিখারী! ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয় নয়—ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত কি? আরে বাবা, একটিবার নিজের দিকে অথবা তোমার আশেপাশে তাকিয়ে দেখো—দেখা মিলবে। সব স্তরেই দেখা মিলবে। আসলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সেই একই,—গোটাকতক শক্তিমান মানুষ। বাকিগুলো সবাই ভেড়িয়া ধসান ছাড়া আর কিছু নয়। একটু চিন্তা করে দেখো—আমার কথাগুলো কি আগা-পাস্তালা ভুল? যদিও বা তৃণমূল স্তরের এই ভিক্ষাবৃত্তি দূর করা সম্ভব নয়। কারণ—ভেতরে মনুষ্যবিষ্ঠা উপরে ছাইচাপা। আগে ছাই সরিয়ে বিষ্ঠাস্বরূপ আত্মদর্শন। তারপর শুদ্ধি। এখনও তো ছাই সরানোই শুরু হয়নি। আসলে যে নদী পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যেতে পারে? একান্ত চেষ্টা করলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে মারা যাবে মাত্র। ভিক্ষাবৃত্তি দূর করতে হলে সর্বস্তরের ভিক্ষাবৃত্তি দূর করো। নচেৎ চেঁচামেঁচি করে লাভ নেই। যেমন করে উচ্চস্তরীয় ভিক্ষাবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছো তেমন করেই তৃণমূলস্তরের এই মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রেখো।

### ফরম না থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যাচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ ঃ অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় গ্রাহকরা এগ্রিমেন্ট সই না হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে গেলে সুপার বলেন প্রয়োজনীয় এগ্রিমেন্ট ফরম সরকার থেকে সরবরাহ না থাকায় গ্রাহকদের কাছ থেকে এগ্রিমেন্ট সই করানো সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাহকদের অভিযোগ উপরে লিখেও কোন সুরাহা হচ্ছে না। এই নিয়ে এখানে চাপা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যে কোনদিন এই বিক্ষোভ জনরোষে পরিবর্তিত হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা ঘটাতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

### বাসষ্ট্যাণ্ডের উদ্বোধন

ফরাক্কা ঃ গত ২০ ডিসেম্বর নিউ ফরাক্কায় একটি বাসষ্ট্যাণ্ডের উদ্বোধন করেন বৃহৎ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার জি এস সোহল। কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে নিউ ফরাক্কায় বাস, রিক্সা ও ঘোড়ার গাড়ী ষ্ট্যাণ্ড নির্মিত হলো। এই ষ্ট্যাণ্ডে একটি যাত্রী বিশ্রামাগার, টিকেট বুকিং কাউন্টার তৈরী করে সেগুলি উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থাকে হস্তান্তর করেন বিদ্যুৎকেন্দ্র। স্থানীয় ট্যাক্সী ব্যবসায়ীরাও একটি ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে দাবী রাখেন বলে জানা যায়।

### আগুনে চল্লিশটি দোকান ভস্মীভূত

ফরাক্কা ঃ গত ১৫ ডিসেম্বর ব্যারেজ মার্কেটে রাত ২টা নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪০টি অস্থায়ী দোকান ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ দর্শীদের অভিমত দমকল ঠিক সময়ে এলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত ভয়াবহ হতে পারতো না। কিন্তু দমকল দেরী করে আসায় আগুন আয়ত্তে আনতে সকাল হয়ে যায়। এই অবহেলার প্রতিবাদে বাজার কমিটি ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর বাজার বন্ধের ডাক দেন। এবং একযোগে তাঁরা জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন।

### পৌষ পার্ব্বন (২য় পৃষ্ঠার পর)

বেড়া। সেখানে হিন্দু, মুসলমান সব মানুষ মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান জটিল জীবন এবং অর্থ-নৈতিক কারণে বাঙালীর হৃদয় থেকে উৎসব দূরে সরে গেলেও 'পৌষ পার্বন এখনো বাঙালীকে সমানভাবে আকর্ষণ করে। কারণ এই উৎসবের সময় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মানুষ জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাঙালী জীবনে আসে সুখের বন্যা, এক মুঠো সোনালী রোদ্দুর তথা প্রাণের স্পন্দন। তাই এই উৎসব মূলতঃ প্রাণেরই উৎসব—সারা বছরের হাসি হৃদয়ের গোলা ভরে সঞ্চয় করে রাখার উৎসব।

**শুভ বড়দিন উৎসব**

সাগরদীঘি ঃ মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চ প্রাঙ্গণে এবারও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ২৫ ডিসেম্বর শুভ বড়দিন পালিত হয়েছে। প্রভু যিশুর আবির্ভাব উপলক্ষে সারারাত প্রার্থনা উপাসনা করা হয়। জেলা ও পাশের জেলা থেকে অগণিত মানুষ প্রভু যিশুর জন্মমন্ডপ প্রদর্শনী দেখতে আসেন। ফাদার এন টি স্কারিয়া সকলকে স্বাগত জানান। এছাড়া তসপাড়া মাঠে শিক্ষামূলক এক মেলারও আয়োজন করা হয়।


**পাকা বাড়ী বিক্রয়**

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় রাস্তার ধারে একটি দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। বাড়ীটি প্রয়াত ডাঃ অটলবিহারী পালের।

অনুসন্ধান করুন—**শম্ভুনাথ দাস**/রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা


**জাতীয় জল বিভাজিকা প্রশিক্ষণ** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সহকারী সভাধিপতি জানে আলম মিঞা উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিডিও সাগরদীঘি এবং জেলা পরিষদ সদস্য নাজেম হোসেন। সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিষয়ে বলেন বহরমপুর ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার। পশুপালন বিষয়ে বলেন পশুপক্ষী চিকিৎসক। সমাজকে সঠিক রাখতে উপদেশ দেন এস এম এস শরদিন্দু দাস। ২য় দিন কৃষিজমির পরিচর্যা ও সর্বোচ্চ ফলনের উপায় বিষয়ে বলেন এস এম এস সামসুদ্দিন আমেদ। সার প্রয়োগ বিষয়ে বলেন জেলা কৃষি অফিসের সদানন্দ মুখার্জী। বাগিচা ফসলের চাষ নিয়ে বলেন অমলেন্দু গুহ। ৩য় দিন ভূমির সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন মুখ্য কৃষি আধিকারিক খগেন দাস। সদানন্দ মুখার্জী ভূমিক্ষয় রোধ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেন। বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবদুস রাজ্জাক অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু পরিচালনার নজীর রাখেন।

**কংগ্রেসের পথ অবরোধ** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

আদকের উপস্থিতিতে আশ্বাস পেয়ে বেলা ১১-৩০ মিনিটে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এ খবর জানান কংগ্রেস নেতা বিজয়ভূষণ সিংহ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমান এবং ২নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দ সিংহরায়। উল্লেখ্য রাস্তাটির হাল শোচনীয়। দীর্ঘদিন মেরামতের অবহেলায় রাজ্য পূর্ত দপ্তরের রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।


**বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স**

*মির্জাপুর ॥ গনকর*

ফোন নং ঃ গনকর ৬২২৯

*আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।*


**সিপিএমের জোনাল সম্মেলন** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সাধারণ মানুষ বলে, এটা কি সরকার চলছে ? আমি বলি, হিসেব করতে হবে। ১৮ বছর আগে পঃ বঙ্গের মানুষের অবস্থা কি ছিল। দেশটা চালাচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএম নয়। গত ৩ বছরে ডিজেল, পেট্রোলের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে, দাম কমেছে বড় লোকদের জিনিসের — মারুতি, ফ্রীজ, রঙীন টিভি, ওয়াশিং মেসিন, জুতো। মানুষের দাবী, রাস্তা চাই, বিদ্যুৎ চাই—আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের কলসীটা ফুটো। কংগ্রেস নামক জগদ্দল পাথর তাই সরাতে হবে। ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্য নেতা মইনুল হাসানের বক্তব্যের পুরোটা ছিল নরসীমা সরকারের দুর্নীতি, ব্যর্থতা, উদার অর্থ-নীতির নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলির লুটপাটের অবাধ সুযোগ করে দেবার চক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দেবার অভিযোগে ভরা। তিনি বলেন—বিদেশী সংবাদপত্রে প্রশংসা ছাপা হয় আমাদের প্রধান-মন্ত্রী নাকি ম্যাজিক জানেন। তাঁর ম্যাজিক গড়ে ২ লক্ষ আর এস এস নামধারী সমাজবিরোধী পতাকা নিয়ে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলল, তিনি মৌনীবাবা হয়ে বসে রইলেন। জীর্ণ মসজিদটা কালের নিয়মেই ভেঙ্গে পড়ত। আর এস এস ওটা ভেঙ্গে ফেলল মসজিদ বলে নয়। ওরা বিশ্বাস করে না, তাই ভেঙ্গেছে। ওরা পার্লামেন্টে বিশ্বাস করে না, সুপ্রীম কোর্টে বিশ্বাস করে না। দেশের সামাজিক সংকটের জন্যে দায়ী প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় ম্যাজিক দেখালেন, ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানী-গুলির ডলার ঢুকবে আর ভারতবর্ষ নাকি জাপান, জার্মান, আমেরিকা না হতে পারুক, এশিয়ার বাঘ সিঙ্গাপুর হতে পারবে না কেন ? কংগ্রেসের ভুল-নীতি এবং দুর্নীতিতে একদিকে যেমন নেমে এসেছে সাধারণ, গরীব মানুষের জীবনে সংকট, অন্যদিকে মানুষ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে। সমস্ত নির্বাচনে কংগ্রেস হারছে। জেলার শ্রমিক নেতা তুষার দে বলেন, কংগ্রেস গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে। সমাবেশের সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য তার বক্তব্যে জঙ্গিপুর এলাকার পদ্মা ভাঙ্গন রোধ, রাস্তাঘাট সংস্কার, ভাগীরথীতে সেতু তাড়াতাড়ি সরকারের করা দরকার বলে জানান।


**হক ফার্মেসী**

রঘুনাথগঞ্জ ( গাড়ীঘাট ) মুর্শিদাবাদ

( বৃহস্পতিবার বন্ধ )

*নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।*

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।